বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

মোহাম্মদ আবদুল হাই

১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করেছে। আমাদের ভাষার সংগ্রাম সমগ্র মানব জাতির সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাঙালির গৌরবময় আত্মদানকে এতদিন আমরা জাতীয় পরিসরে শ্রদ্ধা, শোক এবং গর্বের সঙ্গে স্মরণ করে আসছি। ২১ ফেব্রুয়ারির স্মৃতিবাহী চেতনা ও উদ্দীপনা এখন শুধু বাঙালি আর বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি এখন সারা বিশ্বের ক্ষুদ্র ভাষা গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার প্রধান প্রণোদনা দিবস।

এ দিবসটির আরো তাৎপর্য হলো পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলোর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করা। ভাষাতত্ত্ববিদরা মনে করছেন আগামী ১০০ বছরের মধ্যে প্রায় ৩ হাজারের মতো ভাষা পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে। *দি ল্যাংগুয়েজেস অব দ্য ওয়ার্ল্ড* নামে পৃথিবীর ভাষাসংক্রান্ত একটি প্রকাশনার ২০০৩ সালের জরিপ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ৬ হাজারের মতো ভাষা আছে। এগুলোর মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশ ভাষা-অর্থাৎ মাত্র শ তিনেক ভাষা দিয়েই পৃথিবীর ৯৬ শতাংশ মানুষ তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে। বাকি সাড়ে ৫ হাজার ভাষার মধ্যে অনেকগুলো, বিশেষ করে যেসব ভাষায় কথা বলার লোক ১ লাখের ওপর নেই, সেগুলোর মধ্যে বেশকিছু এখন অবলুপ্তির মুখে। গবেষণায় দেখা গেছে, বিগত ১০০ বছরে ৩ হাজার ভাষার বিলুপ্তি ঘটেছে। এই হিসাবে আজকের পৃথিবীতে প্রতি দু সপ্তাহে অবলুপ্ত হতে যাচ্ছে একটি করে ভাষা। দেখা যাচ্ছে, অবলুপ্তির মুখোমুখি জীবজন্তু, পশুপাখি, গাছপালা- এগুলোর চেয়েও দ্রুতগতিতে বিলুপ্ত হচ্ছে মানুষের ভাষা। এখন পর্যন্ত ভাষাবিদদের তালিকাভুক্ত পৃথিবীর ৬ হাজার ৬০টি ভাষার মধ্যে ৫১টি ভষা আছে যেগুলোর প্রতিটিতে মাত্র একজন করে লোক কথা বলে। এই ৫১টির মধ্যে শুধু অস্ট্রেলিয়াতেই ২৮টি এ রকম ভাষা রয়েছে। এ ছাড়া মাত্র ১০০ জন লোক কথা বলে এ রকম ভাষা আছে ৫০০টি। ১ হাজার ৫০০ ভাষা আছে যার প্রতিটিতে কথা বলার লোক আছে ১ হাজার জনেরও কম। আর ৫০০ ভাষা আছে যেগুলোর প্রত্যেকটিতে ১ লাখ জনের চেয়ে কম লোক কথা বলে। বর্তমান বিশ্বের লোকসংখ্যা ৬০০ কোটি হলেও এর ৪৭০ কোটিরও বেশি লোকের মাতৃভাষা মাত্র ২২টি। এসব ভাষাভাষীর সংখ্যা বর্তমানে সর্বনিম্ন ৫ কোটি ও সর্বোচ্চ ১২৫ কোটি। বাঙলা ভাষা পৃথিবীর পঞ্চম সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মাতৃভাষা। এ ভাষা বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, মণিপুর, বিহার, উড়িষ্যা, আরাকান ইত্যাদিতে এবং বহির্বিশ্বে যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও আরব দেশগুলোতে বাংলাভাষী বহু লোক রয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অর্থ শুধু বাংলা ভাষা দিবস নয়। বিশ্বের সবকটি উপেক্ষিত ও নিপীড়িত মাতৃভাষার দিবস এটি। নিপীড়িত মাতৃভাষার রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের প্রতীক দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি। যেমন ১৮৬১ সালের ১ মে শিকাগোর শ্রমিক হত্যা দিবসটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিশ্বের সকল নিপীড়িত শ্রমিকের অভ্যুত্থানের প্রতীক দিবস। এই দিবসটি পালন করার অর্থ ছিল শুধু শিকাগোর শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদ করা নয়, সারা বিশ্বে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করা।

কোনো ভষাকে দমিয়ে রাখা, তার বিকাশের পথ রুদ্ধ করে রাখার অর্থ সেই ভাষাগোষ্ঠীর জাতিসত্তাকে অস্বীকার করা এবং তার বিকাশের পথ আগলে রাখা। পাকিস্তানি শাসনামলে বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিসত্তা এই নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। তার বিদ্রোহ ও অধিকার আদায় করা তাই বিশ্বের তাবৎ নিপীড়িত ভাষা ও জাতিসত্তার কাছে আলোর নিশানা। প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হবে, নিপীড়িত ভষাগোষ্ঠী ও জাতিসত্তাগুলোর পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ও সহযোগিতা বাড়ানো, ভাষা-ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ের মধ্যে সমন্বয় বিধান এবং ছোট ও পিছিয়ে পড়া ভাষাগুলোকেও সামনে এগিয়ে আসার জন্য সাহায্য প্রদান, যাতে আর রক্তাক্ত ভাষা-যুদ্ধের দরকার না হয়, পরস্পরের সহযোগিতাতেই সকল ভষার সমান বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয় এবং এই ভাষা বিকাশের পথ ধরেই নিপীড়িত সকল জাতিসত্তা বিকাশের পথ প্রশস্ত করা। এখন কেউ কেউ বলছেন, বিভক্ত বাঙালির খণ্ডিত ও আত্মপরিচয় সম্পর্কে বিভ্রান্ত জাতিরাষ্ট্র দ্বারা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করা এবং তার বিশ্বায়নকে সফল ও স্থায়ী করা সম্ভব নয়। তারা বলছেন, যদি বাঙালির ভষা সংস্কৃতিকে বর্তমান বিশ্বায়নের ধারায় যুক্ত করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বাহন অন্যতম বিশ্বভষার পর্যায়ে উন্নীত করতে হয়, তাহলে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বিভাগকে মেনে নিয়েই বিশ্বের সকল স্থানের বাংলা ভাষাভাষীদের উচিত বিশ্বময় একটি কালচারাল বেঙ্গলি নেশনহুড গড়ে তোলা। এই নেশনহুডের ভিত্তি হবে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং স্বভাষা ও স্বজাত্যবোধ। ইংরেজি ভাষায় কথা বলে বহু দেশের লোক। তাদের ভৌগোলিক জাতি পরিচয় আলাদা। কিন্তু তাদের

কালচারাল নেশনহুড বা সাংস্কৃতিক জাতীয়তার বন্ধন ইউরোপ-আমেরিকা হয়ে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। ইংরেজের সাম্রাজ্য নেই; কিন্তু ইংরেজি ভাষার সাম্রাজ্য এখনো বিস্তার লাভ করে চলেছে। এই ভাষা সাম্রাজ্যের ভিত্তি ধর্ম বা ধর্মসংস্কৃতি নয়; ভিত্তি বিজ্ঞানবোধ ও মুক্তচিন্তা। বিশ্বায়নের যুগে বাংলা ভাষা ও বাঙালিকে এই উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

বাংলাই বিশ্বের একমাত্র ভাষা যা ভাষাভিত্তিতে একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। বিশ্ব পরিচিতিতে বাংলা ভাষা, বাঙালির সংস্কৃতি আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল। ভাষাভাষীর পরিমাণ ও বিশ্বগুরুত্ব অনুযায়ী পৃথিবীতে বাংলার অবস্থান অষ্টম স্থানে। ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু, উড়িয়া, অহমি, নেপালি, মুন্ডা, সিনহালিজসহ অনেকগুলো ভাষায় বাংলা শব্দ স্থান নিয়েছে। বাংলা ভাষা নিজেই আন্তর্জাতিক। এ ভাষা গ্রহণ করেছে আরবি, ফারসি, উর্দু, পশতু, হিন্দি, পালি, সংস্কৃত, তামিল, তিব্বতি, মালাই, মারাঠি, গুজরাটি, ভোটচীনা, বর্মি, ইতালীয়, রাশিয়ান, অস্ট্রেলীয়, বাটাভীয় প্রভৃতি ভাষা। এ দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে বাংলা ভাষা অনেক আগেই আন্তর্জাতিক চরিত্র গ্রহণ করেছে।

মাতৃভাষা কখনো ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিংবা আদিষ্ট নয়, কেননা মাতৃভাষার ব্যাপারটা প্রকৃতজাত, প্রাকৃতিক সত্য। তবে এতদসত্ত্বেও দ্বিধা ছিল, প্রশ্ন উত্থাপিত করা হয়েছিল, বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছিল। দেশী লৌকিক ভাষায় শাস্ত্রচর্চাকে পরলোকে চরম ভয়াবহ শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করে নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল-এ তথ্য আমরা জানি। অথচ মাতৃভাষা হলো মাতৃদুগ্ধের ন্যায় জীবন বৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ সোপান। অস্ট্রেলিয়ার এক আদিবাসী গোষ্ঠী মনে করে, মায়ের দুধের সঙ্গে সন্তানের মধ্যে ভাষা প্রবাহিত হয়। একজন জীববিজ্ঞানী জিনতত্ত্বের দ্বারা এ বিষয়ে যুক্তি খুঁজে পেতে পারেন; কিন্তু প্রায় সকল সমাজই মায়ের সঙ্গে মাতৃভাষার সম্পর্ক স্বীকার করে।

বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত। বাংলা ভাষার জন্মকাল কেউ কেউ দশম শতাব্দী নির্ণয় করেছেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী। ভাষা বিজ্ঞানীদের কারো কারো মতে আজ থেকে ৫ লাখ বছর আগে পৃথিবীতে ভাষার জন্ম হয়েছিল। শহীদুল্লাহর গবেষণায় দেখা যায়, বিশ্বে মাতৃভাষার সংখ্যা ৬ হাজার ৩১০টি। ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীতে ৪ থেকে ৬ হাজার মাতৃভাষা রয়েছে। এর মধ্যে অনেক ভাষারই মৃত্যু ঘটেছে। পাশ্চাত্যের বিখ্যাত ভাষা ছিল 'ল্যাটিন'; কিন্তু এ ভাষায় এখন আর কেউ লেখেও না কথাও বলে না। ভারতীয় উপমহাদেশের এমনই একটি ভাষা 'সংস্কৃত', ধর্মীয় কাজের বাইরে এর ব্যবহার নেই। মধ্যযুগে ব্রিটেনের একটি ভাষা ছিল 'কুর্নিশ'; ১৯৭৭ সালে একজন মহিলা ছিলেন যিনি কুর্নিশ ভাষায় কথা বলতেন। তার মৃত্যুর পর ওই ভাষাটিও লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু ভাষা প্রকৃতপক্ষে মরে না। এটাই হচ্ছে 'মাতৃভাষা' তাৎপর্যের প্রকৃত স্বরূপ। নুহের যুগে ভাষা ছিল 'হিব্রু'। কয়েক হাজার বছর ব্যবহারের পর ভাষাটি ছিল মৃতবৎ। কিন্তু আধুনিক ইসরায়েলে হিব্রু ভাষার ব্যবহার আবার শুরু হয়েছে।

স্বাধীনতা-উত্তর দশকগুলোতে বিদেশে ব্যাপকভাবে বাংলাদেশের নাগরিকদের বসতি বাংলা ভাষাকে দিয়েছে এক মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে উন্নীত হওয়ার সুযোগ। একুশে ফেব্রুয়ারিকে ঘিরে যে চেতনা আমাদের মধ্যে বহমান সে চেতনার এক পর্যায়ে যেমন স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয় ঠিক তেমনি এই চেতনার ফলে বিশ্বের যেসব স্থানে বাংলাদেশের লোক বসবাস করছেন সেখানে বাংলা ভাষার ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। অবাক বিস্ময়ে আজ দেখতে পাচ্ছি- নিউইয়র্ক, সিউল, টোকিও, লন্ডনে বাংলা সাইন বোর্ড, যানবাহনে বাংলা নাম, বাংলা পত্রপত্রিকা, বাংলা রেডিও-টিভি স্টেশন। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, লন্ডনে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রায় ৬ লাখ ৮ হাজার ৫০০ জনের মাতৃভাষা ইংরেজি এবং তার পরই বাংলা, সিলেটী ৪০ হাজার ৪০০ জনের মাতৃভাষা। সিটি অব লন্ডন, টাওয়ার হ্যামলেটের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যথাক্রমে ৫৬.৪ ও ৫৩.৮ শতাংশ বাংলা ভাষায় কথা বলে। বিশ্বে প্রায় ৩০ কোটি বাংলা ভাষাভাষী রয়েছেন। মনে হয় এমন দিন সুদূর নয়, যেদিন বাংলা ভাষা একটি নেতৃস্থানীয় আন্তর্জাতিক ভাষার রূপ পাবে। আজ দেশে যারা ইংরেজি না শেখার কারণে পিছিয়ে পড়েছেন তারা ভবিষ্যতে বাংলা জানার কারণেই হয়তো এগিয়ে যাবেন।

মোহাম্মদ আব্দুল হাই : অধ্যাপক-গবেষক; মহাসচিব, বিদ্যাসাগর সোসাইটি।